## চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens) ১৮১২-১৮৭০

ডিকেন্স-এর শৈশব অত্যন্ত দুঃখ এবং দারিদ্র্যে কেটেছে। ডিকেন্স-এর বাবা ঋণ শোধ করতে না পারায় অসহায় স্ত্রী পুত্রকে আরও অসহায় করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে ডিকেন্স পথে পথে গান গেয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করেন। তার পর একটি ফ্যাক্টরীতে অনেক দিন বোতলের গায়ে লেবেল আঁটার কাজ নিয়েছিলেন। কিছুদিন বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগও হয়েছিল। পনের বছর বয়সে বিদ্যালয় ছেড়ে উকিলের

Scanned by CamScanner

কেরানী হলেন। বিশ বছরে হলেন পার্লামেণ্টের রিপোর্টার। সেই সময় প্রকাশিত হল স্কেচেস বাই বজ (Sketches by Boz)। রবার্ট সেমুর নামক জনৈক চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি অবলম্বন করে কাহিনী রচনা করবার দায়িত্ব পেলেন। তাই থেকে জন্ম হল বিখ্যাত উপন্যাস পিক্‌উইক পেপারস (Pickwick Papers)। পত্রিকায় ধারা-বাহিক ভাবে পিক্‌উইক পেপারস প্রকাশিত হচ্ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, জনৈক পাঠক উপন্যাসটির উপসংহারটুকু পাঠ করবার তৃপ্তি পেয়ে শান্তির সঙ্গে দেহত্যাগ করেন।

পিক্‌উইক একটি ক্লাবের সদস্য। ট্যাপ্‌ম্যান, স্নডগ্রাস এবং উইঙ্ক্‌ল হল ক্লাবের সদস্য। তাদের কাজ হল তাদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী ক্লাবের বৈঠকে উপস্থাপিত করা। কাহিনীগুলি ক্ষীণ তন্তুতে বাঁধা। প্রথম কাহিনী হল, পিক্‌উইক এবং তাঁর বন্ধুর রচেস্টার গিয়ে বিপদে পড়া এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া। তার-পর পিক্‌উইক ও ওয়ার্ড্‌ল ওয়ার্ড্‌ল-এর বোনকে নানাপ্রকার অভিযানের পর উদ্ধার করেন। পিক্‌উইক-এর পর পট নামে একজন পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। পিক্‌উইক ও তাঁর ভৃত্য স্যাম ওয়ালার কী করে নাকানিচুবানি খেয়েছিলেন তার কাহিনীও বিশেষ উপভোগ্য। নাকানিচুবানি খাইয়েছিল জিঙ্গ্‌ল। কারণ জিঙ্গ্‌লের হাত থেকেই পিক্‌উইক এবং ওয়ার্ড্‌ল একটি নারীকে উদ্ধার করেছিলেন। জিঙ্গ্‌ল তখন পিক্‌উইককে জেলে পাঠাবার উদ্যোগ করে। পিক্‌উইক উদ্ধার পান। পিক্‌উইকের বাড়িওয়ালী তাকে বিয়ে না করায় পিক্‌উইকের বিরুদ্ধে মামলা করে। পিক্‌উইকের জরিমানা হল। জরিমানা দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর কারাবাসের আদেশ হয়। তারপর তাঁর মুক্তি হল। শুধু পিক্‌উইক নয়, তাঁর বন্ধুদের কৌতুকোদ্দীপক কাহিনীও রহস্যোজ্জ্বল।

তার পরে এল প্রকাশকদের কাছ থেকে দাক্ষিণ্যপূর্ণ আমন্ত্রণ। তাঁর খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকায় আমন্ত্রিত হয়ে বহু খ্যাতি এবং অর্থ উপার্জন করে ফিরে এলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে থ্যাকারে বলেছিলেন যে ডিকেন্সের পাঠকেরা প্রাপ্তবয়স্ক, কিন্তু মনের দিক থেকে শিশুর মত অপরিণত। কিন্তু এই মন্তব্য সত্ত্বেও ডিকেন্সের জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়ে গেল। ডিকেন্সের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ডেভিড কপারফিল্ড-এ (David Cipperfield)। ডেভিড-এর বাবা ছেলের জন্মের পূর্বেই মারা যান। তার মা মার্ডস্টোন নামে এক দুর্বৃত্তকে বিয়ে করে। মার্ড্‌স্টোনের অত্যাচারে ডেভিড দিশেহারা। তাকে পাঠান এমন স্কুলে যেখানে প্রতি কথায় বেত্রাঘাত। অল্প বয়সেই তাকে ফ্যাক্টরীতে কাজে লাগান হয়। সেখানে তার অসমবয়সী মিক্‌বারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ফ্যাক্টরীর পরিশ্রম আর সহ্য করতে না পেরে সে তার বাবার পিসিমা কুমারী ট্রাট্‌উড-এর আশ্রয় নেয়। এবার নতুন করে লেখাপড়া শুরু। যার বাড়িতে থেকে ডেভিড লেখাপড়া করত তাঁর মেয়ে অ্যাগনিস তাকে ভালবেসেছিল। তার ভালবাসা উপেক্ষা করে ডেভিড ডোরাকে বিয়ে করে। ডোরার মৃত্যু হয়। তারপর অ্যাগ্‌নিস-এর সঙ্গে বিয়ে হয়ে উপন্যাসের মধুর পরি-

Scanned by CamScanner

সমাপ্তি হয়। শিশুর মত সরল চিত্ত নিয়ে জীবনকে তিনি উপভোগ করেছেন, আর লক্ষ লক্ষ পাঠক পাঠিকাকে অপূর্ব আনন্দ দিয়েছেন।

ডিকেন্স তাঁর যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অলিভার টুইস্ট (Oliver Twist), নিকোলাস নিকল্‌বি (Nicholas Nickleby) দি ওল্ড কিউরিয়সিটি সপ (The Old Curiosity Shop) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি সাধারণ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। অলিভার টুইস্ট অনাথ আশ্রমে মানুষ। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে লণ্ডনে পালিয়ে গেল। আশ্রয় পেল একদল চোর এবং পকেটমারের কাছে। ব্রাউন্‌লো তাকে উদ্ধার করেন। চোরেরা তাকে আবার ধরে নিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে চুরি করার সময় সে আহত হয়। রোজ নামে একটি মেয়ে তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু চোরেরা তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কারণ মঙ্ক্‌স নামে একজন দুর্বৃত্ত তাদের এইসব দুষ্কার্যে প্ররোচিত করে। পরে দেখা গেল মঙ্ক্‌স অলিভারের বৈমাত্রেয় ভাই। তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্যে এই সব দুষ্কৃতি। রোজ অলিভারের নিজের মাসিমা, শেষ পর্যন্ত অলিভার ব্রাউন-এর কাছে আবার আশ্রয় পায়।

নিকোলাস নিকল্‌বি অল্প বয়সেই পিতৃহীন। তাকে তার দুর্বৃত্ত কাকা এমন স্কুলে পাঠাল যেখানে শুধু অত্যাচার। পালিয়ে গিয়ে সে চিরীব্‌লের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিকোলাস-এর বোন কেইটকে তাদের কাকার এক বন্ধু অপমান করায় নিকোলাস তার প্রতিশোধ নেয়, কাকা পাল্টা প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিকোলাস-এর এক আশ্রিত বন্ধুকে তিলে তিলে হত্যা করে। পরে জানা গেল, সেই বন্ধু কাকারই সন্তান। শেষ পর্যন্ত নিকোলাস তার প্রেমিকাকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বাস করে।

দি ওল্ড কিউরিয়সিটি সপের নায়িকা বালিকা নেল তার দাদুর সঙ্গে থেকে পুরোনো জিনিসের দোকান দেখাশোনা করত। দাদু দারিদ্র্যদশা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ড্যানিয়েল কুইল্‌প নামে এক দুর্বৃত্ত ধনীর কাছে টাকা ধার করেন। কুইল্‌পের অত্যাচারে দাদু এবং নেল পালিয়ে গেল। নেল এবং দাদুর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু হয়।

ডিকেন্স সর্বদাই হৃদয় বা আবেগের দ্বারা চালিত হতেন। সে জন্যে তাঁকে কখন কখন আদর্শবাদী অথবা রোম্যান্টিক বলা হয়। রিচার্ডসন বা ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে আদর্শবাদ একেবারেই নেই। দুঃস্থ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবন কাহিনী অবলম্বন করে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি রচনা হাস্যরসোজ্জ্বল। ডিকেন্সের উপন্যাসে হাজার চরিত্রের ভিড়। এর অধিকাংশ চরিত্রের সঙ্গেই তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রগুলিকে ব্যঙ্গ করেছেন। তার ফলে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে যেন জন্‌সন-এর কমেডি অব্‌ হিউমার্স-এর বর্ণিত

Scanned by CamScanner

চরিত্রগুলির মতন পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ গুণগুলির প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন গুণের আধিক্য দেখা যায়। বাস্তবতা বা যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে তার চরিত্রগুলি বিচার করা চলে না। যেহেতু ডিকেন্স মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক এবং যেহেতু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁর পরিচয়, সেজন্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের চরিত্র তিনি ভালভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি। অভিজাত সম্প্রদায়ের ছবি যখনই তিনি এঁকেছেন তখনই তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। জটিল চরিত্র অংকন বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তিনি করতে পারেননি।

ডিকেন্স-এর উপন্যাসের গল্পাংশ খুব বেশী বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঘটনা এবং চরিত্রের সমন্বয় তিনি সবক্ষেত্রে সাধন করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাস অখণ্ডতা লাভ করেনি। কতকগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাহিনী গ্রথিত হয়ে তাঁর উপন্যাস গড়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্র উপন্যাসের পক্ষে পরিহার্য। সে চরিত্রগুলি বাদ দিলে পরেও উপন্যাসের কোন ক্ষতি হত না। ডিকেন্স সচেতন শিল্পী ছিলেন না। কখন কখন হাস্যরসের বন্যা ছুটিয়ে দিতেন। তার পর খেয়াল হত যে-অনেক অবান্তর বিষয়ের সূত্র আলগা হয়ে রয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে ডিকেন্স জোড়া-তালির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ডিকেন্সের বন্ধু উইল্‌কি কলিন্‌স (Wilkie Collins) বলেছিলেন যে, পাঠকের মনোরঞ্জন করবার তিনটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাঁদের হাসাতে হবে, দ্বিতীয়তঃ তাঁদের কাঁদাতে হবে এবং তৃতীয়তঃ তাদের কৌতূহল জাগ্রত রাখতে হবে। ডিকেন্সের প্রত্যেকটি উপন্যাসেই এই তিনটি গুণের সমাবেশ দেখা যায়। পিক্‌উইক পেপারস-এ তিনি হাসিয়েছেন। অলিভার টুইস্ট-এ তিনি কাঁদিয়েছেন এবং প্রত্যেক উপন্যাসেই তিনি পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখতে পেরেছেন।

ডিকেন্স বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে। বাস্তববাদ কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে ঘটনা ঘটেছে তাকে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করাকে বাস্তবতা বলে। বাস্তববাদের আর একটি অর্থ, কল্পনাপ্রসূত ঘটনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া। ডিকেন্স ছিলেন দ্বিতীয় অর্থে বাস্তববাদী। স্কট-এর তুলনায় ডিকেন্স নিশ্চয়ই বাস্তববাদী। ডিকেন্স-এর উপন্যাস হাস্যরস-প্রধান। ঔপন্যাসিক হিসাবে ইংরেজ বড় না রাশিয়ান বড়, না ফরাসী দেশের লেখক বড় এ প্রশ্নের সমাধান সমালোচকেরা করবেন। কিন্তু হাস্যরসিক হিসাবে ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। শেক্সপীয়ার-এর সৃষ্ট ফলস্টাফ হয়ত অনেক বেশী হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু ডিকেন্স-এর মত এত হাস্যোদ্দীপক চরিত্র শেক্সপীয়ারও সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর হাস্যরস বিভিন্ন চরিত্রের আতিশয্য এবং খামখেয়ালি-প্রসূত। ডিকেন্স-এর চরিত্রগুলি শুধুমাত্র ব্যঙ্গাত্মক নয়। ডিকেন্স-এর হাস্যরস দুই ধারায় প্রবাহিত। প্রথমতঃ তিনি কোন চরিত্রকে ব্যঙ্গ করে হাসিয়েছেন, বা সহানুভূতিশীল হয়ে হাসিয়েছেন। মিকবার বা পিক্‌উইকের চরিত্রে হাসির অপর্যাপ্ত খোরাক রয়েছে। ডিকেন্স তাঁদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। জীবন এবং মানুষকে ভালবেসে-ছিলেন বলেই ডিকেন্স-এর হাস্যরস প্রাণরসে জারিত।

Scanned by CamScanner

ডিকেন্স-এর উপন্যাসে করুণ রসের প্রাচুর্যও দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ডিকেন্সের দৃষ্টিতে হাস্য ও করুণ রস গঙ্গা-যমুনার ধারার মত একই সঙ্গে প্রবাহিত। ডিকেন্স চিরকাল লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের বন্ধু ছিলেন। তাদের অশ্রু মোছাবার মহান্ ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ডিকেন্সের উপন্যাসের বেদনা-দায়ক ঘটনা পড়ে কত সহস্র পাঠক পাঠিকা অশ্রুপাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে এ কথাও সত্য যে করুণ রসের একটু আধিক্যই তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাই।

হাস্যরস ও করুণরস উভয়ই ডিকেন্সের উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। হাস্যরসের হাতিয়ার দিয়ে ডিকেন্স জনসাধারণের শুধু মনোরঞ্জনই করেননি, তিনি তাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছেন। তারই ফলে সমাজসংস্কার কাজটি তার পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছিল। ডিকেন্সের হাস্যরসের আবেদন আমাদের অন্তরের কাছে। এখানে তিক্ততাও নেই, ব্যঙ্গও নেই। এই দিক থেকে বিচার করলে তিনি চসার এবং শেক্সপীয়ারের সম-গোত্রীয়, কারণ এঁরা তিনজনই সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে ভাল-বেসেছিলেন। পৃথিবীতে ভাল মন্দ উভয় রকমেরই মানুষ রয়েছে। কিন্তু তা বলে কাউকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। চসার, শেক্সপীয়ার এবং ডিকেন্স এই সত্যটি পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন! বাস্তবিকপক্ষে, একদিক থেকে ডিকেন্সকে শেক্সপীয়ারের চেয়েও বড় ব'লে মনে হয়। কারণ শেক্সপীয়র ফলস্টাফের স্রষ্টা। ফলস্টাফের মত হাস্যোদ্দীপক চরিত্র ডিকেন্স সৃষ্টি করিতে পারেননি। কিন্তু এ কথাও ঠিক, যে ডিকেন্সের মত শত শত হাস্যোদ্দীপক চরিত্র শেক্সপীয়ার সৃষ্টি করতে পারেননি। ডিকেন্সের হাস্যরস চরিত্র থেকে উৎসারিত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে গাপি হফ্কিন্স, টুস শ্রীমতী টজাস্, শ্রীমতী গ্যাম্প্ বা কুমারী নিপার অবিস্মরণীয়। ডিকেন্সের হাস্যরসের কোন জটিলতা বা সূক্ষ্মতা নেই। সবই সহজ এবং সরল। কোথাও কোথাও তার হাস্যরসের সঙ্গে সামান্য একটু ব্যঙ্গকৌতুক লক্ষ্য করা যায়। হাস্যরসের সঙ্গে করুণরস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এবং তার ফলে তাঁর হাস্যরসকে যথার্থ Humour বলে মনে হয়। যথার্থ হাস্যরস বা Humour-এর আবেদন হৃদয়ের কাছে। আর মানুষের হৃদয়ের হাসি-কান্না একই সঙ্গে প্রবাহিত। ডিকেন্স যথার্থ ট্র্যাজিডি রচনা করতে পারেননি। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন Pathos বা করুণরস। কোন কোন চরিত্রের উপন্যাসের হাস্যরস বা করুণরস একই সঙ্গে দেখা যায়। যেমন, লিবিল ডরিথ। আবার কোন কোন উপন্যাসের বেদনা এত গভীর যে, অশ্রু সংবরণ করা যায় না। বিশেষ করে শিশু-চরিত্র অঙ্কণে করুণরস অনেক বেশী করে দেখা দিয়েছে।

সমাজের নানাপ্রকার অবিচার এবং অনাচারের বিরুদ্ধে ডিকেন্স্ লেখনী ধারণ করেছিলেন। বার্ণাড শ কোন এক সময় ডিকেন্সকে 'বিপ্লবী' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু ডিকেন্স বিপ্লবী না হলেও তাঁর প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পিক্উইক পেপারস-এ তিনি কারাগার এবং বিচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অলিভার টুইস্টে তিনি শিশু অলিভারের জীবনের গ্লানির কথা ব'লে বেদনা বোধ করেছেন। নিকোলাস



Scanned by CamScanner

নিক্‌লবিতে তিনি শিক্ষার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন। ডেভিড কপারফিল্ডে কারাগার এবং শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। লিট্‌ল ডরিট (Little Dorrit) উপন্যাসে তিনি আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা করলেন।

ডিকেন্সের যুগে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ড যেমন সম্পদশালী হয়ে উঠল, আবার তেমনি তারই সঙ্গে জনসাধারণের দারিদ্র্য দুর্দশাও দেখা দিল। ডিকেন্স নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান। তাই ভিক্টোরীয় যুগে তিনি দেখলেন যে, ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে উঠেছে। তার ফলে বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি কয়েকটি সামাজিক অব্যবস্থাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করেছেন।

ডিকেন্সের শিশু চরিত্রসৃষ্টি অনবদ্য। তার উপন্যাসে সহস্র নর-নারীর ভীড়ের মাঝখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখগুলি আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। ডেভিড কপারফিল্ড, পিপ, অলিভার টুইস্ট, পল্‌ ডোম্বি এবং টিম প্রভৃতি চরিত্রগুলি ডিকেন্স তাঁর হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে এঁকেছেন।

ডিকেন্সের উপন্যাসে এত চরিত্র রয়েছে যে অন্য কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় তা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক, যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিতান্ত দরিদ্র চরিত্রেরই আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। চরিত্র সৃষ্টিতে ডিকেন্স শেক্সপীয়ারের অনুগামী। কেউ কেউ অবশ্য অভিযোগ করেছেন যে ডিকেন্সের সৃষ্টি চরিত্রগুলি বাস্তব না হয়ে Caricature বা ব্যঙ্গ চরিত্র হয়েছে। কারণ কোন কোন চরিত্রে দেখা যায় তারা বিশেষ মুদ্রাদোষে দুষ্ট। যেমন শ্রীমতি গামিজ সর্বদাই ক্রন্দন করছে। উরিয়া হীপ সর্বদাই তার দৈন্য প্রকাশ করছে, অথবা মিকবার সর্বদাই আশা পোষণ করছেন যে, ভবিষ্যতে তার জীবনে সুখ নেমে আসবে।

ডিকেন্সের চরিত্রগুলি সাধারণতঃ তিন বা চার রকম ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ নিরপরাধ শিশু চরিত্র যেমন অলিভার টুইস্ট, পল ডোম্বি অথবা নেল। দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি দুর্বৃত্ত চরিত্র যেমন ক্যাডিন; উরিয়া হীপ অথবা বিল সাইকস। তৃতীয়তঃ হাস্যোদ্দীপক চরিত্র যেমন মিকবার বা স্যামওয়েলার। চতুর্থতঃ সেই সব চরিত্র যারা একদা অতি সাধারণ মানুষ ছিল। কিন্তু পরে তারা অসাধারণ হয়ে উঠেছে। সিড্‌নি কারটন চরিত্র সৃষ্টিতে ডিকেন্স অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন সত্য, কিন্তু সমাজের উঁচু তলাকার লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকায় তিনি একটা দিকের কথাই বলতে পেরেছেন। তাঁর উপন্যাসে অভিজাত-সম্প্রদায়ের মানুষ প্রায় অনুপস্থিত।

ডিকেন্সের উপন্যাসের প্লট্‌ বা গল্পাংশ সুগ্রথিত নয়। তাঁর কারণ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেই কারণে পূর্ণাঙ্গ প্লটের পরিকল্পনা করেননি বা করতে পারেননি। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসই বহু ছোট ছোট ঘটনার সমাবেশ মাত্র। প্লটের পরিকল্পনায় ডিকেন্স স্মলেটের উপন্যাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

Scanned by CamScanner

ডিকেন্সের অধিকাংশ উপন্যাসই আত্মচরিত-মূলক। ডেভিড কপারফিল্ড তো পুরোপুরি আত্মজীবনী। অলিভার টুইস্ট উপন্যাসে ডিকেন্সের নিজের শৈশবের চরিত্র ও অভিজ্ঞতা বিশদভাবে রূপায়িত। নিকোলাস নিকলবীতে ডিকেন্সের শৈশবের শিক্ষার কথা বিধৃত। লিট্‌ল ডরিট এবং ব্লিকহাউসেও ডিকেন্সের জীবনের আভাস দেখতে পাই।

লিট্‌ল ডরিট উপন্যাসে উইলিয়াম ডরিট সরকারী আমলাতন্ত্রের (Circumlocution Office) ফাঁদে পড়ে জেলে বন্দী। সেইখানে তাঁর ছোট মেয়ে অ্যামি বা লিট্‌ল ডরিট-এর জন্ম। অ্যামি অত্যন্ত উদারচেতা। তার বাবা হঠাৎ ধনী হয়ে পড়েন। অ্যামি ক্লেন্যাস নামে একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তির প্রেমে পড়ে ; বহু বাধা-বিপত্তির পর তাদের মিলন হয়।

ম্যার্টিন চুজ্‌লউইট (Martin Chuzzlewit) উপন্যাসের নায়ক মার্টিন দাদুর কাছে মানুষ। দাদু মেরী নামে একটি বালিকাকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন। মার্টিন তার প্রেমে পড়ায় দাদু শাস্তি-স্বরূপ তাকে কপট পেক্‌স্নিফ-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। মার্টিন দীর্ঘকাল আমেরিকায় ভাগ্য পরীক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তারপর দাদু তাঁর ভুল বুঝে মার্টিনকে গ্রহণ করেন এবং মেরীর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

ডোম্বি অ্যান্ড সান (Domby and Son) উপন্যাসে অর্থ মানুষকে কতখানি হৃদয়হীন করে তোলে তারই করুণ কাহিনী। ডোম্বি ধনী বিপত্নীক। তাঁর একমাত্র ছেলে হৃদয়হীন শিক্ষকের অমানুষিকতার ফলে মারা যায়। পলের বোন ফ্লোরেন্সও বাবার স্নেহ এতটুকু পেল না। ডোম্বি এক তরুণী বিধবাকে বিয়ে করেন। স্বামীর হৃদয়হীনতার ফলে তিনি পালিয়ে যান। তারপর ডোম্বির আর্থিক দুর্দিন দেখা দিল। অনুশোচনায় যখন তাঁর বুক ভরে উঠেছে তখন ফ্লোরেন্স বাবাকে শান্তির পথ দেখিয়ে দিল।

ব্লিক হাউস (Bleak House) উপন্যাসে ডিকেন্স আইন আদালতের হৃদয়হীনতার উপর কঠোর আক্রমণ করেছেন। রিচার্ড কার্ন্‌স্টোন ও তার সম্পর্কিত বোন আডা ক্লেয়ার উকিল এবং আদালতের অভিভাবকত্বে মানুষ হচ্ছিল। তাদের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার নাম করে উকিলেরা বছরের পর বছর প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করে। রিচার্ড গোপনে আডাকে বিয়ে করে। রিচার্ডের মৃত্যুর পর জানা গেল যে, তাদের দুজনের সম্পত্তিই উকিলদের সিন্দুকে ঢুকেছে।

ডিকেন্স-এর উপন্যাসে জীবনের কলোচ্ছ্বাস রয়েছে, কিন্তু আঙ্গিকের পারিপাট্য একেবারেই নেই। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে স্মলেট-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। ডিকেন্স-এর প্রাণোচ্ছ্বাসের ফলশ্রুতি তাঁর অপূর্ব উপন্যাস। সৃষ্টির উন্মাদনায় তিনি অবিরাম লিখেই চলেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায় তিনি সমাজ-সংস্কারকের অংশ গ্রহণ করেন। Hard Times-এ তিনি শিল্পবিপ্লবের অশুভ দিকটি উদ্‌ঘাটন করেছেন।

হার্ড টাইমস্‌-এর নায়ক টমাস গ্রাড্‌গ্রিন্ড লাভ ক্ষতি, টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন

Scanned by CamScanner

অংশ ভাগ—এই হিসাব করেই দিন কাটাচ্ছে। তার ছেলে টম এবং মেয়ে লুইসার সূক্ষ্ম কোমল মনোবৃত্তি ও কল্পনা-প্রবৃত্তিকে সে টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছে। লুইসার বিয়ে হল হৃদয়হীন শিল্পপতি বাউল্ডার্‌বির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত গ্র্যাড্‌গ্রিণ্ড তার মেয়েকে স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করে। ছেলে টমের দুর্গতির অন্ত ছিল না। মনিবের অর্থ আত্মসাৎ করার অপরাধে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত হতে হয়।

ডিকেন্স-এর শেষ পর্যায়ের রচনা এ টেইল অব্‌ টু সিটিস্‌ (A Tale of Two Cities), গ্রেট এক্সপেক্টেশন্‌স (Great Expectations), আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড (Our Mutual Friend) এবং দি মিস্ট্রি অব্‌ এড্‌উইন ড্রুড (The Mystery of Edwin Drood)।

এ টেইল অব্‌ টু সিটিস্‌-এর দুটি সিটি বা শহর হল লণ্ডন এবং প্যারিস। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। ফরাসী ডাক্তার ম্যানেট একটি কৃষক তরুণীর চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেন যে জমিদার মার্কুইস ডি সেইণ্ট এভারমণ্ড তার উপর বলাৎকার করেছে। তিনি পাছে প্রকাশ করে দেন তাই তাঁকে আঠার বছর ব্যাস্টিল দুর্গে আবদ্ধ রাখা হয়। তাঁর মেয়ে লুসীকে দুর্বৃত্ত জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র চার্ল্‌স ডার্‌নে বিয়ে করেন। ডার্‌নে তাঁর পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কৃতসংকল্প। ডার্‌নেকে উগ্র রক্তপিপাসু বিপ্লবীরা তাঁর কাকার অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। সিডনী কার্টনকে লুসী মানুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্যে সে কারাগারে গিয়ে ডার্‌নেকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় রইল এবং প্রশান্তচিত্তে মৃত্যুবরণ করল।

গ্রেট এক্সপেক্টেশন-এর দরিদ্র নায়ক পিপ এস্টেলা নামে এক তরুণীকে বিয়ে করবার জন্যে অর্থোপার্জনে মনোনিবেশ করে। একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাকে সাহায্য করেছিল। এবার তার বড় হবার আশা জেগে উঠল। কিন্তু যখন সে শুনল যে একজন দস্যু গোপনে তাকে এতদিন সাহায্য করেছে তখন তার আশা ভংগ হল। ভদ্রলোক হবার নেশায় পিপ তার দরিদ্র ভগ্নীপতি গার্গারিকে ত্যাগ করেছিল। এবার তাদের আবার মিলন হল। এস্টেলাকেও সে স্ত্রীরূপে পেয়ে ধন্য হল।

আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড-এর নায়ক জন হার্মন পিতা-কর্তৃক দীর্ঘকাল নির্বাসিত। সে ফিরে এসে বেলার প্রেমে পড়ে। বহু বাধা-বিপত্তির পর তাদের মিলন হল। দি মিস্ট্রি অব্‌ এড্‌উইন ড্রুড একটি অসমাপ্ত গোয়েন্দা কাহিনী।

Scanned by CamScanner